প্রবন্ধভুক্ত গবেষণা কর্মের প্রথম থেকে একাদিক্রমে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করা গেল । এই আলোচনা কার্যে প্রথম অধ্যায়ে আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি কামরূপী উপভাষার গুরুত্ব কতখানি । গবেষণা কাজের যৌক্তিকতা, সংজ্ঞা বিচার ও পদ্ধতিরীতি বিচার । সংজ্ঞা বিচারে দেখিয়েছি কামরূপী উপভাষার চেয়ে রাজবংশী উপভাষা নামকরণ অনেকটা সার্থবহ । ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বর্তমানের উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়া জেলাতে সীমিত করে রাখিনি এই অঞ্চলকে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কালে যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও ক্রমানুয়ে কামরূপ ও কামতাপুর হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে আমি নানা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তা বিশ্লেষণ করেছি ।

জনসাধারণের পরিচয় -এর ক্ষেত্রেও নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকবৃন্দের মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি সংগৃহীত পুঁথি পরিশিষ্টে দিয়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি ! পুঁথিটির মধ্যে শুধু সন্ন্যাস খন্ডই পাওয়া গেছে তবে পুঁথির গুরুত্ব তার ভাষা ও কাব্য রসের বিচারে যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে সে কথা উদাহরণ যোগে দেখানোর চেষ্টা করেছি ।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রবাদসংগ্রহের ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ এযাবৎ কামরূপী উপভাষার এক সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমার সংগৃহীত প্রবাদই সর্বাধিক হবে । এর সংখ্যা ৫০৮ টি । প্রবাদগুলি বিহারের কিষানগঞ্জ মহকুমা থেকে আরম্ভ করে উত্তরবঙ্গ হয়ে গোয়ালপাড়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল ভ্রমণ করে সংগ্রহ করেছি । এগুলির বৈশিষ্ট্য নিয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করেছি ।

পঞ্চম অধ্যায়ে নির্বাচিত ছড়ার সংগ্রহ দিয়েছি পঞ্চাশটি । ছড়াগুলির বৈশিষ্ট্য হোল এগুলির মধ্যে দার্জিলিঙ জেলার তরাই অঞ্চলের উপভাষা ও গোয়ালপাড়া জেলার উপভাষা দুইই থাকায় কামরূপীউপভাষায় ছড়া সংগ্রহের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে ।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধাঁধা । এই ধাঁধার সংগ্রহ অধিকাংশে করেছি গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী মহকুমা ও কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমা থেকে।উভয় অঞ্চলের ছড়া সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমার ছাত্র ছাত্রীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে ।

সপ্তম অধ্যায়ে রূপকথা উপকথা গুলি অধিকাংশ সংগ্রহ করেছি গোয়ালপাড়া জেলা থেকে ও দার্জিলিঙ জেলার তরাই অঞ্চল থেকে ।

অষ্টম অধ্যায়ের কাজ উল্লেখযোগ্য ভাবে অন্যান্য অধ্যায়ের তুলনায় অধিক পরিমাণ হয়েছে । কাতিপূজার গান নিয়ে ইতোপূর্বে কেউ আলোকপাত করেননি আমিই সর্বপ্রথম ১৩৭২ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৬৪) ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা -- সপ্তর্ষিতে যে আলোচনার সূত্রপাত করি তারই পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করেছি এই অধ্যায়ের সংগৃহীত গানে যার কিছু অংশ পরিশিষ্টাংশেও সন্নিবেশিত করেছি ।

ভাওয়াইয়া গান আলোচনায় যথাসাধ্য সুরকার ও বিশেষজ্ঞদের মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে । আধ্যাত্মিক সঙ্গীত পরিচ্ছেদে 'তুষা' নামে একটি নূতন আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের উল্লেখ করেছি ।

নবম অধ্যায়ে মন্ত্রগুলির অধিকাংশ কামরূপ জেলা সংলগ্ন গোয়ালপাড়া জেলা ও তুফানগঞ্জ মহকুমার গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে ।

দশম অধ্যায়ের মধ্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রিয়া বিশেষতঃ রাজবংশী সমাজের মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করেছি সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সম্পর্কে ও উদাহরণ যোগে মতামত দেবার চেষ্টা করা হয়েছে ।

একাদশ অধ্যায়ে লৌকিক দেবতা ও তাদের পূজা সম্পর্কে ডঃ গিরিজাশংকর রায় একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা কাজ করেছেন এবং ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়েরও এ সম্পর্কে যথেষ্ট অবদান আছে সেজন্য নির্বাচিত কয়েকটি লৌকিক দেব-দেবী নিয়ে আলোচনা করেছি যার মধ্যে কাতি পূজা ও -- কোচবিহার সহরের বড়দেবী পূজার উপরে কোন গবেষণামূলক কাজ এ যাবৎ হয়নি বলে ঐ দুটি দেব-দেবী সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি ।